"দায় ঠেকে জমিদার, বিপদে হ'তে উদ্ধার,
ধার করে তোমার দ্বারায়।
হেন দায়ের কারণে, আপনার কথা শুনে,
টাকা দেই মুখের কথায়।।
এখন এরূপ কার্য্য, আর নাহি হয় সহ্য,
গ্রাহ্য নাহি ধার শোধিবারে।
ত্রেতাযুগে বিভীষণ, বলেছিল যে বচন,
তাই বুঝি ঘটাল আমারে।।
বলিল রামের ঠাঁই, রামায়ণে শুনি তাই,
রাজত্ব ব্রাহ্মত্ব কলিকালে।
রাজা হবেন হিংসুক, ব্রাহ্মণ হবে মিথ্যুক,
সেই দুই আমার কপালে।।"
যাতায়াতে হ'য়ে ত্যক্ত, সহজে কহিয়া শক্ত,
বিরক্ত হইয়া অতিশয়।
নিজ গৃহে এল ফিরে, কহিলেন সবাকারে,
"টাকা নাহি দিল গোমস্তায়।।"
প্রবঞ্চনা মহাকষ্ট, ক্ষণে কাঁপে অধরোষ্ঠ,
টাকা বলে নহে কিছু ক্ষুন্ন।
কহে তারক রসনা, "মন্দের হ'ল সূচনা,
বিশ্বরূপ ক্রোধে পরিপূর্ণ।।"

জমিদারের অত্যাচার

ভাদ্রমাসে জমিদার কাছারী আসিয়া।
অই সব বচনিক শুনিল বসিয়া।।
গোমস্তা বলিল সব বাবুর গোচরে।
"কৃষ্ণদাস কাছারি আসিয়া নিন্দা করে।।
সহজে বিনয় করি রামায়ণ কয়।
নিন্দা করিয়াছে তার মনে যত লয়।।
বিভীষণের উপাখ্যান কহে বার বার।
কলির ব্রাহ্মণ রাজা দু'য়ের আচার।।"
শুনে বলিলেন মজুমদার মহাশয়।
"টাকাগুলি না দেওয়া তো বড়ই অন্যায়।"
গোমস্তা বলিল "বেশ, টাকা নিতে পারে।
কাছারি আসিয়া কেন এত নিন্দা করে?
আছে নয় কৃষ্ণদাস বড় মান্যবান।
*তমে তম্ ভর্ৎসে মম কিসে থাকে মান।।
মজুমদার বলে "চল যাইব এখনে।
এত নিন্দা করে কেন আসি গিয়ে শুনে।।
নৌকায় চলিল দুই পেয়াদা লইয়া।
গোমস্তার সঙ্গে গিয়া উত্তরিল গিয়া।।
গোমস্তা কহিছে কৃষ্ণদাসে ধ'রে আন।
দুই বৎসরের কর দে'না কি কারণ?'
পেয়াদা বাটিতে গিয়া বলে কৃষ্ণদাসে।
"খাজনার জন্য বাবু ডাকে ঘাটে বসে।।
"পেয়াদাকে কহে বাণী অন্তর নির্ম্মল।।
"কোথা আছে জমিদার চল্ দেখি চল্।।
ঠাকুর চলিল বড় হরষিত চিতে।
টাকা বুঝি পা'ব আজ ভাবিল মনেতে।।
বড় কর্ত্তা জমিদারে সবিনয়ে ক'ন।
"আজি মম সু-প্রভাত রাজ-দরশন।।
আপনার বাড়ী এ যে আপনার ঘর।
দয়া করি আসুন এ বাড়ীর উপর।।"
গোমস্তা কহিছে "তুমি কর যে দিলে না?"
কর্ত্তা বলে 'আগে শোধ কর মম দেনা।।"
গোমস্তা হুকুম দিল পেয়াদার পর।
"কৃষ্ণদাস কাছে লও দুই সনা কর।।
তব টাকা যেই জন হাওলাত নি'ছে।
আদায় করগে টাকা গিয়া তার কাছে।।
কর্ত্তা কহে 'আগে কি তোমার টাকা দিব?
কিম্বা আমাদের টাকা অগ্রেতে পাইব?"

*তমে তম্—'তুমি' 'তুমি' বলিয়া।